সুলতানপুর মেথর পল্লীর নারী শ্রমিকরা অবহেলিত

সুলতানপুর মেথরপল্লীর নারীরা মেথরের কাজ করে বলে সবাই তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। অশিক্ষা, অমানবিক, ঝুঁকিপুর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর কাজ, মজুরিবৈষম্যসহ নানাবিধ কারণে মেথরপল্লীর নারীরা এই কাজ থেকে বিমুখ হ"েছ। পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে তারা দিন কাটা"েছ। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারী-বেসরকারী সংস্থা উদ্যোগী হলে নারী শ্রমিকদের উন্নয়ন সম্ভব।

ফেনী পৌরসভার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ জনপদ এই মেথরপল্লীটি। শহরের কোল ঘেঁষে হলেও এখানে উন্নয়নের তেমন ছোঁয়া লাগেনি। এখানকার অল্প কিছু রাস্তা থাকা এবং ইট বিছানো, বাকিটুকু কাঁচা। এরা এখনো প্রাচীন ধ্যানধারণায় মগ্ন। নারী শ্রমিকরা সুইপারের কাজ ছাড়া কুটিরশিল্প দোকান করা, টুপি সেলাই, সবজি চাষ, গৃহশ্রম করে থাকে। ওইসব নারী শ্রমিক হ"েছন সমাজের উপেক্ষিত, বঞ্চিত, এবং নির্যাতিত। যাদের স্বামীর আয়ের সংসার চলে না তারা বাড়তি আয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউ তাদের কাজ দেয় না, সুইপার বলে ঘৃণা করে। লোকজন তাদের গা ঘেঁষতে দেয়না। তবে নারীশ্রমিকের সংখ্যা তুলনামুলক কম। নারীদের ভাষা, মেথরের কাম করি হিল্লায় মানুষ আমারে ঘৃণা করে।

সুইপারপল্লীর নারীরা ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সাংসারিক কাজকর্ম ও সুইপারের কাজ করে থাকেন। সুইপারের কাজ করেন এমন কয়েকজন হলেন ফিরোজা বেগম (৩৫), রোকেয়া বেগম (৩৭), দক্ষিণি (৩৫), স্বরস্বতী (৩৮), বেগম রিয়া (৫৫) ।

দক্ষিণী জানায়, বেশিরভাগ সময় সুইপারের কাজে ব্যয় হয়। কাজ শেষে এসে সংসারের কাজকাম করি। এছাড়া যেসব নারী সুইপারের কাজ করে না তারা শুধু গৃহস্থলীর কাজকর্ম করে। এমন নারী আছে যারা শুধু সংসারে শুধু শ্রমই দিয়ে যা"েছ, কিন্তু প্রতিবেশী ও নিজ পরিবারের কাছ থেকে ভালো আচরণ পা"েছ না। মেথরপল্লীর প্রায় প্রতিটি নারী জানিয়েছেন, পুর"ষরা কখনো গৃহকর্মে তাদের সাহায্য করেন না। পুর"ষরা মনে করে, ঘরের কাজ সব হ"েছ নারীদের আর বাইরের কাজ পুর"ষদের। যে পুর"ষরা নারীর কাজে সাহায্য করে, তারা বড্ড পাগল!

এ ব্যাপারে গগন হরিজন জানায়, দিনের বেশিরভাগ সময় বাইরে অর্থাৎ কাজে থাকতে হয়। যেটুকু সময় ঘরে থাকি, তখন চেষ্টা করি, স্ত্রীকে কাজে সাহায্য করতে। এজন্য লোকজন তাকে বউপাগল বলে।

জহোরা বেগম (২৫) জানান, তার স্বামী সংসারের কোনো কাজে সাহায্য করা তো দুরের কথা, ভাত রান্না করতে দেরি হলে বাবা-মা তুলে গালি দেয়।

নারীরা কমবেশি বাড়তি উপার্জনের চেষ্টা করে। সংসারের কাজের ফাঁকে টুপি ও নকশিকাঁথা সেলাই, হাঁস-মুরগি পালন, ঘরের পাশে শাকসবজি লাগানোসহ আরো নানা কাজ করেন। এছাড়া পল্লীর ২ পাশে ২টি দোকান নারীরা পরিচালনা করছেন।

রূপতারা বেগম (৫৫) জানান, তারা পরিবারের কাজ সামলিয়ে এসব কাজ করেন। দোকান থেকে প্রতিমাসে সাত'শ থেকে আট'শ টাকা উপার্জন করে সে। তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়।

অতিরিক্ত কাজের ফলে উদ্ভুত বেশ কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেন মেথরপল্লীর নারীরা। বেগম বিয়া (৫৫) জানান, ফেনী পৌরসভার মেথরদলে কোনো ছুটি নেই। ছুটির বদলে অপর লোককে কাজে বদলি দিতে হয়। ফলে সেদিনের মাইনে কাটা যায়। দক্ষিণী (৪০) বলেন, হঠাৎ একদিন তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ড্রেনের পাশে পড়ে মাথা ফেটে যায় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু এজন্য তাকে কোনো চিকিৎসা বা ছুটি দেয়া হয়নি।

ফিরোজা বেগম জানান, সুইপারের কাজের অতিরিক্ত পরিবারের কাজের ফলে বর্তমানে তিনি নানা সমস্যায় ভুগছেন নিয়মিত গোসল না করা; নিয়মিত না খাওয়ার ফলে তিনি এখন গ্যাষ্ট্রিক, মাথাব্যাথা এবং বিভিন্ন দুর্বলতায় ভুগছেন। টাকার অভাবে ভালো চিকিৎসা করাতে পারছেন না।

সুইপার পল্লীতে ঘুরে ও আলাপ করে জানা গেছে, অন্য সময়ের মতো গর্ভকালীন সময়েও নারীরা শ্রম দি"ছেন। সুইপার সরস্বতী জানায়, একদিন কাজ না করলে খাব কোথেকে। আমি না বাঁচলে তো আমার গর্ভের সন্‌ান বাঁচবে না। তাই সংসারের অন্যদের মুখে অন্ন তুলে দিতে গর্ভাবস্থায়ও কাজ না করে উপায় নেই।

এখানকার নারীরা মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। পৌরসভা তাদের প্রতিমাসে মজুরি দেয় পনের'শ টাকা যা দিয়ে নুন আনতে পান্‌া ফুরানোর অবস্থা হয়। সুলতানপুরে কেউ তাদের কোনো কাজ দেয় না। তারা পাশ দিয়ে হাঁটলেও গালাগাল করে বলে সরস্বতী জানিয়েছেন।

সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্‌ কাজ করতে হয়। রোকেয়া (৩৭) জানান, আমরা মানবেতর জীবন যাপন করছি। পনের'শ টাকায় কী হয়, বর্তমানে জিনিসের যা দাম। এরপর বস্‌, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত। অর্থের অভাবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছি না।

বেশিরভাগ নারীই নিরক্ষর। লেখাপড়া শিখতে না পারার কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন, মেয়েরা স্কুলে গেলে তাদের সাথে ক্লাসের অন্যরা বসতে চায় না। পল্লীর প্রায় নারীর মতামতকে কোনো গুর"ত্ব প্রদান করা হয় না। খুব কমসংখ্যক নারীর মতামতের মুল্যায়ন হয়।

রূপতারা বেগম জানান, তিনি পরিবারের সকল কাজ করেন সত্য। কিন্তু কোনো মতামত রাখতে পারেন না। পরিবারের সকল কাজ হয় তার স্বামীর ই"ছায়। তিনি দোকান থেকে যা আয় করেন তা স্বামী নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, সংসারের কাজ ছাড়া তিনি দোকান করেন। ছেলেমেয়ের দেখাশোনা, সবজি গাছ লাগান। আশপাশের মানুষ তাদের কাছে ক্ষেত বর্গা দেয় না। দিলে তারা আরও ভালো থাকতে পারতো।

মেথরপল্লীর সুইপারের পেশায় ও দোকানী কর্মজীবি নারীদের নিয়ে অন্য নারীরা ভাবছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না। পৌরসভায় সুইপারের পদসংখ্যা সীমিত। তারা কোথায়ও কাজ পায় না। সুইপার পল্লী বললে তাদের কেউ কাজ দেয় না। তাই অনেকে মিথ্যে বলে কোথাও গিয়ে ঝিয়ের কাজ করছে বলে জানা যায়।

এনজিও কর্মী নাজনীন বেগম জানান, এখানে আগের তুলনায় নারীশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। তারা কর্মক্ষেত্রে শ্রম দি"ছে। তবে শ্রমের ন্যায্য মজুরী পা"ছে না। কাজ করতে গিয়েও নির্যাতনের শিকার হ"ছে অনেক নারী। এখানকার কয়েক পরিবারের নারীরা মদ তৈরি করে।

মেথরপল্লীর সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশের কোথায়ও মেথরপল্লী শহর থেকে এত দুরে নেই। তাই আমাদেরকে সরকারি এ জায়গা থেকে উঠিয়ে শহরের কাছাকাছি নেওয়া হোক। এখানে কোনো নিরাপত্তা নেই। এছাড়া এখানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান শ্মশান কিছুই নেই।

মেথরপল্লীর নারী পুর"ষ ও ব্যক্তিবর্গের সাথে গৃহকর্মে ও বাইরে নারী শ্রমের মুল্যায়ন সম্পর্কে আলাপকালে যে সব সুপারিশ পাওয়া গেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

–পুর"ষদের পাশাপাশি নারীশিক্ষাকে গুর"ত্ব দিতে হবে।
–সরকারি-বেসরকারিভাবে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
–দরিদ্র এসব নারীদের উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনীতির মুল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে।
–নারী-শ্রমিকদের শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সভা-সেমিনার করা যেতে পারে।
–এনজিও সংস্থা নারীদের বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে পারে।

রিপোর্টটি তৈরি করেছেন :আবদুল্লাহ আল মামুন, নুর"ল আমিন খোকন, আলমগীর হোসেন বিদ্যুত ও সাহিদা আক্তার মিনা